



আমাদরে অবহলোয় একজন মায়রে মৃত্যু হয়ছে: স্বাস্থ্যমন্ত্রী

লেখক: প্রকাশক | প্রকাশিত: 21 August 2026, 02:16 PM | বিভাগ: জাতীয়



চিকিৎসকদরে অবহলোর কারণে একজন মায়রে অকাল মৃত্যু হয়ছে বলে মন্তব্য করছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী সরদার মো. সাখাওয়াত হোসেন।

শুক্রবার (২১ আগস্ট) সকালে রাজবাড়ীর বালিয়াকান্দি উপজেলার বহরপুর ইউনিয়নের বাঘুটিয়া গ্রামে চিকিৎসার সময় পটে গজ রখে সলোই দেওয়ার পর মারা যাওয়া তনি সন্তানরে জননী কনকি রানীর পরিবাররে সদস্যদরে প্রতি সমবেদনা জানাতে গিয়ে তিনি এ মন্তব্য করেন।

স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন, ‘আমাদরে অবহলোয় একজন মায়রেই অকাল মৃত্যু হয়ছে। নষিপাপ শশিউতির মায়রে চহোরা দেখতে পারনে—ডাক্তাররে অবহলোর কারণে।’

তিনি বলেন, চিকিৎসায় কোনো ধরনের অবহলো বরদাস্ত করা হবে না। চিকিৎসা অবহলোর সঙ্গে জড়িতদরে বিরুদ্ধে বধি অনুযায়ী কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

স্বাস্থ্যমন্ত্রী জানান, বৃহস্পতিবার রাত্রে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে পাঁচ সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটিকে আগামী পাঁচ কর্মদিবসের মধ্যে তদন্ত প্রতিবেদন জমা দিতে বলা হয়েছে। প্রতিবেদন পাওয়ার পর দায়ীদরে বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

কনকার পরিবারের পাশে সরকার থাকবে জানিয়ে তিনি বলেন, ‘পরিবারের প্রতি সহমর্মিতা জানাতে আমি এখানে এসেছি। এই পরিবারের পাশে প্রধানমন্ত্রী তারকে রহমান, স্থানীয় ব্রিগেডের নতোকর্মী এবং সরকার থাকবে।’

এ সময় রাজবাড়ীর জেলা প্রশাসক আফরোজা পারভীন, সিনিয়র সার্জন ডা. এসএম মাসুদ, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ক্রাইম অ্যান্ড অপস) মো. শামসুল হক, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) তারফি উল হাসান, সাধারণ সম্পাদক গোলাম সরওয়ার ভূঁইয়াসহ বিভিন্ন পর্যায়ের নতোকর্মীরা উপস্থিতি ছিলেন।

গত ২৯ জুন ফরিদপুরের সমরতি হাসপাতালে চিকিৎসক ডা. লক্ষ্মী রানী দত্তের মাধ্যমে সিজারিয়ান অপারেশনে কন্যাসন্তানের জন্ম দেন বালিয়াকান্দির বহরপুর ইউনিয়নের বাঘুটিয়া গ্রামের অশান্ত মণ্ডলের স্ত্রী কনকা মণ্ডল (৩৫)।

অপারেশনের পরদিন তাঁর পটে ফুলে যায়। অবস্থার অবনতি হলে ৩ জুলাই তাঁকে ঢাকার ইবনে সিনা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ৭ জুলাই পরীক্ষা-নরীক্ষায় তাঁর পটে গজ পাওয়ার কথা জানানো হয়। ওই দিনই অস্ত্রোপচার করে গজটি বের করা হয়।

এরপর দীর্ঘদিন চিকিৎসাধীন থাকার পর গত বুধবার (১৯ আগস্ট) দ্বিগত রাত সোয়া ২টার দিকে ঢাকার কল্যাণপুরে ওই হাসপাতালে মারা যান কনকা।

ঘটনার প্রকৃত কারণ ও চিকিৎসায় কারও অবহেলা ছিল কিনা, তা পাঁচ সদস্যের তদন্ত কমিটির প্রতিবেদনের পরই স্পষ্ট হবে।